আপনার উদ্দেশে আমার ব্যক্তিগত চিঠি

মুহাম্মদ ইউনূস

প্রিয় নাগরিক :

আমার সালাম নিন।

আপনার কাছে আমি এই চিঠিটি লিখছি এর জবাবে আপনার কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি পাওয়ার আশায়। হয়তো আপনি লক্ষ্য করেছেন কি পরিস্িতিতে দেশের বহু মানুষ আমাকে রাজনীতিতে আসার অনুরোধ করে আসছেন এবং কেন আমাকে বিষয়টি অত্যন্ত গুর"ত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশকে কি পর্যায়ে নিয়ে এসেছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলোকে কিভাবে ধূলিসাৎ করতে উদ্যোগী হয়েছে তা আপনার মতো আমিও অবলোকন করেছি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেভাবে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে এর পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি গ্রহণযোগ্য আবহ সৃষ্টির চেষ্টা করছে তা দেশের সকল মানুষের সঙ্গে আমাকেও আশাবাদী করে তুলেছে। এ অবস্ায় আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করছি যে, দেশের মানুষ আমার কাছ থেকে যা আশা করছে তার প্রতি বিনীত সম্মান দেখিয়ে জাতিকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় নিয়ে যাওয়ার কর্মযজ্ঞে আমার যথাসাধ্য অংশগ্রহণ করা উচিত। এটি এখন সবার কাছে স্পষ্ট যে প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বজায় রেখে তা কিছুতেই সম্ভব নয়, একমাত্র তা আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব। আমার কাজ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এও মর্মে মর্মে অনুভব করি যে রাজনৈতিক সদি"ছা, যোগ্য নেতৃত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আমাদের সাধারণ মানুষের সহজাত উদ্যম আর সৃষ্টিশীলতা অসাধ্য সাধন করতে পারে। মানুষের ই"ছায় সাড়া দিয়ে আমাকে যদি রাজনৈতিক দল গঠন করতে হয় তা হবে এই উদ্দেশেই নিবেদিত।

আমি বাংলাদেশের দরিদ্রতম মানুষ থেকে শুর" করে অতি ক্ষমতাবান মানুষ পর্যন্ত সকল বয়সের সকল মানুষের যে অকৃত্রিম ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পেয়েছি, এই সৌভাগ্য বাংলাদেশের কোন একক ব্যক্তির জীবনে আবার কখন আসবে তা আমার জানা নেই। আলাহর অসীম রহমতে আমি এক অতিশয় ভাগ্যবান মানুষ। আমার পাওয়ার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমি জানি রাজনীতিতে জড়িত হওয়া মানে বিতর্কিত হওয়া। আপনারা যদি মনে করেন আমার রাজনীতিতে আসাটা দেশে নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল রচনায় সহায়ক হবে তবে আমি তার জন্য এ ঝুঁকি নিতে প্রস্ত আছি।

অতীতের হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ উদ্যমে আমাদের সকলের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার কর্মযজ্ঞ সৃষ্টির উপযুক্ত রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার এখুনি উপযুক্ত সময়। এ কাজে যদি আমাকে অগ্রসর হতে হয় তাহলে আপনার এবং আপনার মতো আরও সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন। এ কাজে আমার কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আপনার পরামর্শ প্রয়োজন। এ কাজে আপনার অংশগ্রহণ ও সহায়তা আপনি কিভাবে দিতে ই"ছুক তাও আমি জানতে চাই। একটি চিঠির আকারে আপনার কাছ থেকে এসব জানতে পারলে নতুন বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশে নতুন রাজনীতির জন্য সকলের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আপনার আমার প্রয়াস শক্তি পাবে।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ যে কোন বিষয়েই দিতে পারেন নিজের মতো করে। উদাহরণ স্বরূপ কতগুলো বিষয় উলেখ করতে পারি : ক) সকল পাড়ার, সকল গ্রামের, সকল মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে কিভাবে এ দল তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে কাজ করতে পারে; খ) কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামে এবং তাদের সঙ্কটে-সমস্যায় এ দল সহায়ক হতে পারে; গ) সকল বয়সের সকল পেশার নারী-পুর"ষের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিয়োগের ভিত্তিতে দলের সংগঠনকে কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব; ঘ) আগ্রহী ও উৎসাহী সকল পর্যায়ের সৎ ও যোগ্য মানুষদের কিভাবে দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও এতে সক্রিয় করা যাবে; ঙ) তাদের মধ্য থেকে জনসমর্থিত সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের বিভিন্ন স্ানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে কিভাবে মনোনীত করা যাবে; চ) দলের সঙ্গে সংশিষ্ট সকল মানুষের ব্যক্তিগত স্ব"ছতা ও সততা, এবং দলের নিজের স্ব"ছতা ও সততা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে; ছ) দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে; জ) তৃণমূল থেকে সব সময় সরাসরি মতামত পাওয়া কিভাবে নিশ্চিত করা যায়; ঝ) দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কিভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মীতে রূপান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়– এরকম আরও বহু প্রশ্নে আপনার চিন্তা ও পরামর্শ অত্যন্ত জর"রি।

একই সঙ্গে আপনি (এবং আপনার বন্ধুরা) এ দলে কি কি ভূমিকা পালন করতে পারেন, কিভাবে সক্রিয় অবদান রাখতে পারেন বা সমর্থন যোগাতে পারেন তাও জানা দরকার। যেমন আপনার ভূমিকা হতে পারে : ক) পাড়া বা গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনের সদস্য হিসেবে; খ) দলের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলোর অগ্রণী হিসেবে; গ) স্থানীয় সংগঠক হিসেবে; ঘ) গোষ্ঠীগত সংগঠনের সংগঠক হিসেবে; ঙ) ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে দলের আবেদন পৌঁছানোর কর্মী হিসেবে, চ) পরামর্শদাতা-গবেষক-চিন্তাবিদের ভূমিকায়; ছ) আপনার বিশেষ সক্ষমতা বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞান দলের কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে; জ) উদ্যমশীল সমর্থকের ভূমিকায় দলের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সৃজনশীল নেতৃত্ব দান; ঝ) সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে, বা এরকম অন্যান্য বিষয়ে।

আপনি রাজনৈতিক নেতা হোন, কর্মী হোন, কোন সমিতি বা সংগঠনের নেতা হোন বা কর্মী হোন, শিল্পপতি হোন, ব্যবসায়ী হোন, অধ্যাপক হোন, শিক্ষক হোন, দোকানদার হোন, কৃষক হোন, শ্রমিক হোন, শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ হোন, পেশাজীবী হোন, সাংবাদিক হোন, চাকরিজীবী হোন, গৃহিণী হোন, কিশোর-কিশোরী হোন, তরুণ-তরুণী হোন, বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশী হোন, আমি আপনার মতামত জানতে চাই ও পরামর্শ পেতে চাই।

আপনি নিজে আমার চিঠির সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তারিত জবাব দিন। আপনার বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সকল সদস্য, পাড়াপড়শী, আপনার সহপাঠী, সহকর্মীদের নিয়ে সবাই মিলে এক চিঠিতে জবাব দিতে পারেন। ই-মেইলে জবাব দিয়ে তার কপি আপনার পরিচিত সকলকে দিতে পারেন। এসএমএসযোগে সংক্ষিপ্ত জবাব দিতে পারেন। আপনার পরিচিত সবাইকে এসএমএস করতে উৎসাহিত করতে পারেন। আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যারা বিদেশে আছেন তাদের আমার চিঠির কপি পাঠিয়ে তাদেরকে জবাব দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। নতুন রাজনীতি সৃষ্টির প্রচণ্ড একটা উদ্যোগ সৃষ্টি করতে না পারলে পুরনো রাজনীতি থেকে পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। হাল্কা সমর্থনে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।

আশা করবো আমার এই চিঠিটি এবং এর উত্তরে আপনি যে চিঠিটি আমাকে লিখবেন তা হবে আমাদের আন্তরিক যোগাযোগের প্রারম্ভ মাত্র। এরপর থেকে আমাদের যোগাযোগ একই লক্ষ্যে আরও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যেতে পারবে।

চিঠি পৌঁছানোর সুবিধার্থে আপনি আমার নিচের ঠিকানা ব্যবহার করতে পারেন বা অন্য যে কোনভাবে আমার কাছে তা পৌঁছাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা
ড. মুহাম্মদ ইউনূস
হাল মারস্
৬/ডি, ৬৬ আউটার সার্কুলার রোড
মগবাজার, ঢাকা ১২১৭
ফ্যাক্স : ৯৩৩৪৬৫৬
ই-মেইল : prof.yunus@gmail.com
dryunus2006@yahoo.com
চিঠি সম্পর্কে যোগাযোগ করতে ফোন
০১৭১-৩০৮২২৭৭
০১৭১-৭৭৬০৮৭০

আপনার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে
মুহাম্মদ ইউনূস
১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৭